অর্ণব চক্রবর্তী:

মুম্বাইতে কম্পিটিশন আছে, মাথা তোলাটা সবক্ষেত্রেই কষ্টকর

মুম্বাইয়ে বাঙালিদের সফলতার আরেক উদাহরণ অর্ণব চক্রবর্তী। নামটা যদিও আপনাদের কাছে অতটা পরিচিত নয়, কিন্তু তার গাওয়া গানগুলো আজ অতি পরিচিত। আজকে মুম্বাইতে অর্ণব অক্ষয়কুমারের আওয়াজ

গায়ক অর্ণব চক্রবর্তী

বলা হচ্ছে। অবশ্য সফল হওয়ার জন্য যতটা স্ট্রাগল দরকার, অর্ণব ততটাই করেছেন ও করছেন। অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তিনি সাধারণ থেকে অসাধারণে পরিণত হয়েছেন। তার গাওয়া 'খাকি' ছবির 'ওয়াদা রাহা' ফ্যামিলির সব কটি গান আজ এ প্রজন্মের মুখে মুখে। সম্প্রতি অর্ণব কোলকাতায় এসেছিলেন, তার প্রথম এ্যালবাম 'নাম'-এর উদ্বোধনে। সেখানেই কথা হল উদীয়মান সফল এই শিল্পীর সঙ্গে।

কেন মুম্বাই, বাংলা ছবিতে চেষ্টা করেছিলেন?

সত্যি বলতে কী সেভাবে বাংলা ছবির জন্য চেষ্টা করা হয়নি। মাথার মধ্যে সবসময় বলিউড গ্ল্যামারটা কাজ করেছে। তবে এখন বুঝি, দূরে গিয়ে মাতৃভূমির টানটা। সেজন্য মাঝে মাঝে ভাবি সুযোগ এলে বাংলা ছবিতে গান গাইবো। কিন্তু এ মুহূর্তে মোটেই সময় নেই। কি করবো।

মুম্বাই যাওয়ার ইতিহাসটা একটু বলুন?

ছোট থেকেই আমি গান ভালবাসি। কিন্তু বাড়িতে এই গান পাগলামোটা মোটেই পছন্দ করতো না। তারা চাইতো ছেলে আগে পড়াশুনো করুক, পড়াশোনাটা ছিল ফার্স্ট প্রেফারেন্স, তো যাই হোক, মনের কষ্ট মনে লুকিয়ে আমি গ্র্যাজুয়েসন কমপ্লিট করি। এ প্রসঙ্গে বলা দরকার, আমার বাবা আমার সঙ্গে কমিট করেছিলেন যে 'তুমি যদি পড়াশুনো কর তবে তুমি যা চাইবে তাই দেব।' তাই পড়াশুনো শেষ করেই বাবাকে তার প্রমিস মনে করিয়ে দিলাম। বাবা আমাকে নিজে সঙ্গে করে বম্বে নিয়ে গেলেন, ফ্ল্যাট ভাড়া করে দিলেন।

স্ট্রাগলটা শুরু করলেন কোথা থেকে?

আমি কোলকাতা ছাড়ি ছ'-সাত বছর আগে। ওখানে গিয়ে নিজের গানের ক্যাসেটের ডেমো তৈরী করে সুরকারদের অফিসে অফিসে ঘুরতে থাকি। ওসময় অনেক রিমিক্স, জিংগলস গেয়েছি। এভাবে একদিন এম. টিভি'তে 'ভিডিও গালা' নামে একটা অনুষ্ঠানে গাইবার সুযোগ পাই। সেখানে আসেন জাভেদ আখতার, এরপর উনি আমাকে আলাপ করিয়ে দেন শংকর-এহসান-লয়-এর সঙ্গে। উনি আমায় প্রথম সুযোগ দেন 'ইয়ে কায়া হো রহা হ্যায়' ছবিতে। আমার মনে আছে, প্রথম প্লেব্যাক করতে গেছি, সেখানে কুণাল গাঙ্গাওয়ালা, শংকর মহাদেবন ছিলেন। কি টেনসন।

আপনার জীবনের মাইলস্টোন কোনটা?

অবশ্যই 'খাকি'র গান...

কি করে হল সুযোগ?

ঐ ঘুরতে ঘুরতে। রাম সম্পত-এর সঙ্গে পরিচয় হয়। ওনার পরিচালনায় আমি বেশ কয়েকটা জিংগলস-এ কাজ করেছি। তারপর উনি যখন ছবি পেলেন, আমাকে ডাকলেন, গান রেকর্ড করতে। শোনালেন রাজকুমার সন্তোষীকে, রাজকুমার সন্তোষীরও আমার গলা পছন্দ করলেন, সুযোগটা দিলেন, ব্যাস হয়ে গেল।

আর 'ফ্যামিলি'?

ওভাবেই। রাম সম্পতই তো 'ফ্যামিলি'র মিউজিক ডিরেক্টর ছিলেন, সেজন্যই আমাকে নিয়েছেন।

আগামী কি কি কাজ করছেন?

অনেকগুলো কাজ আছে। নিখিল বিনয়ের সুরে কাজ করছি, জিৎ-এর সঙ্গে কাজ করছি। শান্তনু মৈত্রের ছবিতেও কাজ করবো, মেঘনা গুলজারের সঙ্গে কাজ করছি।

বাংলা ছবিতে গাইবেন?

নিশ্চয়ই গাইবো। ডাকলে কেন গাইবো না। আমার শহর আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

আপনার ভয়েস অক্ষয়কুমারের সঙ্গে মেলে। কি বলেন?

(হেসে) কি বলবো। বলবেন তো আপনারাই। তবে এই যে গলা মেলার ব্যাপারটা পুরোপুরি দৈব। আর আমি এজন্য গর্ব অনুভব করি।

সুরকার যতীন-ললিত জুটির যতীন, গায়ক অর্ণব চক্রবর্তী, শান্তনু মৈত্র ও রাম সম্পতি।

কুমার শানু, অভিজিৎ, তারপর আপনি। অবশ্য অনেকেই বাঙালী আছেন --- কেমন রিসেপসন পান?

দেখুন, সব জায়গাতেই কম্পিটিসন আছে, থাকবে না বললে মিথ্যা কথা বলা হয়। মাথা তোলাটা সব ক্ষেত্রেই কষ্টকর। বড় হতে গেলে অনেক কিছু সহ্য করতে হয়। কেউই সহজ সোজা পথ পায় না। লড়াই করতেই হবে। ধৈর্যও রাখতে হবে।

কোন অপূর্ণ ইচ্ছা?

আর ডি বর্মনের আর গুলজার সাহেবের সুরে গান গাওয়ার। প্রথমটা হবে না, দ্বিতীয়টার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যাব।

অনেক আঞ্চলিক ভাষাতেও তো গান গেয়েছেন?

হ্যাঁ, অসমিয়া, তেলেগু, ওড়িয়া ছবিতে গান গেয়েছি। পাঞ্জাবী ছবিতেও গেয়েছি।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা?

ভাল ভাল গান গাইতে চাই। সারা জীবন গান গাইতে চাই। আর কাজের ফাঁকে সোস্যাল ওয়ার্ক করতে চাই।

আপনার বড় হওয়ার পেছনে কার অবদান বেশী?

সবার, আমার বাবা, মা, কলেজের বন্ধুরা, স্ত্রী — সবাই।

বিয়ে করেছেন?

হ্যাঁ, ক্লাস নেটকেই।

● শাশ্বতী সেনগুপ্ত